দামুড়হুদায় সরকারি জমির মাটি কেটে বিল্ডিংয়ের খোল ভরাট

দামুড়হুদা-জীবননগর আঞ্চলিক মহাসড়কের পাশে সওজের জায়গার মাটি কেটে নির্মাণাধীন বিল্ডিংয়ের খোল ভরাট করার অভিযোগ উঠেছে সরকারি হাই স্কুলের শিক্ষক আমিনুল ইসলামের বিরুদ্ধে।

সওজের ওই জায়গাতে রয়েছে বিদ্যুৎ বিভাগের ১১হাজার ভোল্টের সংযোগের খুটি। আর ওই খুটির নিচ থেকে ভেকু মেশিন যোগে মাটি-বালু কেটে নির্মাণাধীন বিল্ডিংয়ের খোল ভরার করছেন ওই শিক্ষক। বিদ্যুতিক ওই খুটির নিচের মাটি কেটে নেওয়ার ফলে যে কোনো সময় দূর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা। সরকারি স্কুলের শিক্ষক হয়েও তিনি কিভাবে সরকারি জায়গার মাটি-বালু কেটে ব্যক্তিগত নির্মাণাধীন বিল্ডিংয়ের খোল ভরাট করছেন তা নিয়ে রয়েছে নানা রকম প্রশ্ন।

জানাগেছে, দামুড়হুদা-জীবননগর আঞ্চলিক মহাসড়কের পাশে সেরা ব্রিক্স সংলগ্ন সওজের জায়গার মাটি-বালু কেটে ব্যক্তিগত নির্মাণাধীন বিল্ডিংয়ের খোল ভরার করার অভিযোগ উঠেছে দামুড়হুদা সরকারি পাইলট হাই স্কুলের সহকারী শিক্ষক আমিনুল ইসলামের বিরুদ্ধে।

তিনি গত কয়েকদিন যাবত ইঞ্জিন চালিত ভেকু মেশিন দিয়ে বেশ তোড়জোড় করে সরকারি সম্পত্তির মাটি-বালু উত্তোলন করে আসছেন। আর সেই মাটি বালু দিয়ে নির্মাণাধীন বিল্ডিংয়ের খোল ভরার করছে। আঞ্চলিক ওই মহাসড়কের পাশ দিয়ে দামুড়হুদার অভিমুখ থেকে বয়ে চল জয়রামপুর মুখি বিদ্যুৎ বিভাগের ১১হাজার ভোল্টেজের বিদ্যুৎ সংযোগের তার টানা খুটি রয়েছে। আর ওই বিদ্যুতিক খুটির নিচ থেকে এমন ভাবে মাটি-বালু উত্তোলন করা হয়েছে, তা যেকোনো সময় হেলে পড়ে বিদ্যুৎ বিপর্যয় সহ বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছেন সচেতন মহল। এছাড়াও, ওই শিক্ষক তার ব্যক্তিগত নির্মাণাধীন বিল্ডিংয়ের ইট, বালু ও ইটের খোয়া রেখেছে আঞ্চলিক মহাসড়কের কোল ঘেষে। যার ফলেও ঘটতে পারে দূর্ঘটনা। এদিকে, সরকারি হাইস্কুলের ওই শিক্ষকের এমন কর্মকাণ্ডে হতবাক পথচলা সহ স্থানীয়রা।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা সরকারি পাইলট হাই স্কুলের সহকারী শিক্ষক মো আমিনুল ইসলামের সাথে তার ব্যবহিৃত মোবাইল ০১৭১২৪৭৭২২৯নাম্বারে

একাধিকবার কল দেয়া হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেনি। তাই তার বক্তব্য নেয়া সম্ভব হয়নি।

এবিষয়ে দামুড়হুদা পল্লী বিদ্যুৎ অভিযোগ কেন্দ্রের লাইনম্যান মেহেদী হাসান বলেন, বিষয়টি আমাদের জানানেই। যদি কেউ পল্লী বিদ্যুতের পোল/খুটির নিচ থেকে মাটি কেটে বিদ্যুৎ লাইনের সংযোগ বিচ্ছিন ও ক্ষতি করার চেষ্টা করে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রোকসানা মিতা বলেন, বিষয়টি আমার জানানেই। তবে আইন সবার জন্য সমান। যদি তিনি অপরাধ করে থাকেন তবে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।